সংস্থা আই, এস, আই এই মর্মে চুক্তি করেছিল যে রাশিয়ার আফগান পলিসি এবং ভারতের এটমিক পলিসি পাকিস্থান এবং আমেরিকা উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই বিপজ্জনক। সেই জন্য সি, আই, এ এবং আই, এস, আই, একত্রে উপরোক্ত আফগানিস্থান এবং ভারতীয় পরমাণু ক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে এবং সমস্ত তথ্যের আদান প্রদান করবে। ভাবা পরমাণু কর্তৃপক্ষ কলকাতা হাইকোর্টে এফিডেভিট দিয়ে বলেছিলেন যে ফোন নং ৩৭-১৭৬৭ ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে অবস্থিত নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলিকাতা টেলিফোনের সল্টলেক এক্সচেঞ্জের এক কর্মচারী কিন্তু গোপনে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন টপ প্রায়োরিটির ঐ ফোন সেকটর ওয়ান, ব্লক এ, এফ, সল্টলেক সিটিতে অবস্থিত ছিল, ঐ টেলিফোন যতদিন ওখানে ছিল ততদিন তার টেলিফোন বিল দিতেন ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন কর্তৃপক্ষ, এই সংস্থা ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের অধীনস্থ একটি পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৯৩ সালে রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনে প্রয়াত সাংসদ সৌরীন ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন রেখেছিলেন ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের সাইকোট্রনিক গবেষণার বিষয়ে, ভাবা পরমাণুর বিভাগীয় মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী নরসিমহা রাও সৌরীনবাবুকে হাসিমুখে জানিয়েছিলেন তাঁর তোলা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। সৌরীনবাবু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভুবনেশ চতুর্বেদীর কাছে থেকে উত্তর পেয়েছিলেন যে এই জাতীয় কোন মেশিন ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে নেই। ভারী আশ্চর্য্যের বিষয় সংসদে উপস্থাপন করা সমস্ত প্রশ্ন এবং উত্তর নথিভুক্ত হয় এবং সেটা পার্লামেন্ট প্রসিডিংস হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৩ সালের বাদল অধিবেশনের পার্লামেন্ট প্রসিডিংসে সৌরীনবাবুর উল্লিখিত প্রশ্ন এবং ভুবনেশ চতুর্বেদীর দেওয়া উত্তর নথিভুক্ত হয়নি, রিমাইন্ডার দেওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ করা হয়নি। ভুবনেশ চতুর্বেদী পূর্বে প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক ছিলেন, উনি ব্যক্তিগতভাবে সৌরীনবাবুকে জানিয়েছিলেন ঐ প্রশ্ন শুনে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে একজন মানুষ মনের মধ্যে কি ভাবনা চিন্তা করছে সেটা কম্প্যুটারের মাধ্যমে জানা সম্ভব এবং দূরে থেকে একজন মানুষের চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করে তাকে পরিচালনা করাও সম্ভব। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রয়াত সাংসদ চিত্ত বসুও এই সাইকোট্রনিক সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় এবং নয়াদিল্লীর উচ্চতর মহলে খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছিলেন যে এই জাতীয় প্রযুক্তি এবং কম্প্যুটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে এসেছে। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল, যে পদ্ধতিতে দূরে থেকে মানুষের কথা শোনা যায় সেই একই পদ্ধতিতে দূরে থেকে মানুষকে মেরে ফেলা যায় বা অসুস্থ করা যায়। এই সমস্ত প্রযুক্তিকে বলা হয় Non lethal weapon সংক্ষেপে NLW অর্থাৎ যে অস্ত্র ক্ষতিকারক নয়। বজ্র আটুনি ফস্কা গেরোর মত একটা বোকামি ভারত সরকার করে ফেলেছে। সেটা হোলো পার্লামেন্ট বা হাইকোর্টে তারা সাইকোট্রনিক সংক্রান্ত সমস্ত কিছু অস্বীকার করেছে অথচ প্রতিরক্ষা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত সবাই জানেন সাইকোট্রনিক প্রযুক্তি NLW-র অন্যতম স্তম্ভ। ভারত সরকারের বোকামিটা এবং মিথ্যার মুখোশ সেইদিনই খসে যায় যেদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে ১৯৯৫ সালের ৫ই জুন নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের জানানো হয় যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী কে, এ, নাম্বিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন মার্কিন সহকারি প্রতিরক্ষা সচিব মিস্টার জোসেফ নে'র সাথে আলোচনার জন্য এবং ঐ আলোচনায় প্রাধান্য পাবে NLW সংক্রান্ত ভারত মার্কিন পারস্পরিক সহযোগিতা। এবার জানুন কিছু NLW-র প্রয়োগ। মনে রাখবেন এই গবেষনা চূড়ান্ত গোপন পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার কথা তবু জানা যায় কিন্তু এই NLW গবেষণার কথা জানার উপায় নেই। যেখানে রিমোট কন্ট্রোল প্রযুক্তিতে মানুষ মারা নিয়ে কোটি কোটি টাকার গবেষণা হচ্ছে এবং নাগরিকদের মেরে ফেলা হচ্ছে সেখানে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানতে চাইলে উত্তর পাবেন ফলমূল সংরক্ষণ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বা দুধের